দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 04 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 3 ...

60

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি প্রসঙ্গে

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া হয় মাসিক একশ' টাকা। এ টাকার ৭৫/- টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল এবং ২৫/- টাকা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি খামার। এ প্রথা চলে আসছে প্রায় ২০।২৫ বছর পূর্ব হতে। সে সময় দ্রব্যমূল্য কম ছিল ঐ টাকায় একজন ছাত্রের সব খরচ চলে যেত, বর্তমানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাড়ল অপরদিকে অনেক আন্দোলন করা সত্বেও বৃত্তির টাকা না বাড়িয়ে ঐ ১০০/- টাকার সঙ্গে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে কিছু আবশ্যকীয় শর্ত। যেমন নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি (Carry Over) চালু হওয়ায় ৬০-৭০% ছাত্র-ছাত্রী ক্যারি পাচ্ছে। ফলে তাদের নির্ধারিত বৃত্তির টাকা হতে ৩৭'৫০ টাকা কমে যাচ্ছে। আবার যদি ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার ৭৫% এর কম হয় তবেও বৃত্তির টাকা আটকানো হবে এবং ফাইনাল পরীক্ষায়

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

অংশগ্রহণ করতে দেয়া হচ্ছে না।

অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট আবেদন, বৃত্তির টাকা বাড়ানো হোক এবং এ টাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শর্ত শিথিল করা হোক।

মনোজিৎ সরকার
ডিভিএম সমাপনী বর্ষ, ১২২/সি
সোহরাওয়ার্দী হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পুস্তকে এদের কবিতা নেই কেন?

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক 'বাংলা সাহিত্য (সংকলন) গদ্য পদ্য (আগষ্ট, ১৯৮৭ সংস্করণ)'-এর পদ্যাংশে ২৩জন কবির মোট ২৬টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃত কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা কোন কবিতাই উক্ত পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া বাংলা কবিতা সাহিত্য অপূর্ণই থেকে যায়। আর জীবনানন্দ দাশের কবিতা যে বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ তা বলাইবাহুল্য। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তার কবিতা কেন অন্তর্ভুক্ত হয়নি তা আমাদের বোধগম্য নয়। এছাড়া বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার প্রথিতযশা কবি আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান এবং শামসুর রাহমান-এর লেখা কোন কবিতাও উক্ত বই-এ নেই। এসব প্রখ্যাত কবির কবিতা সাহিত্য বই-এ না থাকায় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা সম্বন্ধে অপরিচিতই থেকে যাচ্ছে।

তাই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট উপরোক্ত চার প্রখ্যাত কবির কবিতা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

সুকান্ত সাহা, আশীষ ও রিপন
সরিষাবাড়ী জামালপুর।